প্রিয় নবী ﷺ এর প্রতিবেশী

12-December-2024

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(for Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। "ফতোওয়ায়ে শামী"তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযিলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَوْلَى النَّاسِ بِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে বেশি নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে আমার উপর অধিক হারে দরূদ শরীফ পড়বে। **(তিরমিযী, ১৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৮৪)**

سُبْحٰنَ اللهِ! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দরূদে পাক কেমন উচ্চ পর্যায়ের নেকী, ...! এর বরকতে প্রিয় নবীর নৈকট্য নসীব হয়, আলহাজ্ব মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: কিয়ামতের দিন সবচেয়ে আরামে সেই হবে, যে নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে থাকবে এবং নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য নসীব হওয়ার মাধ্যম হলো অধিক হারে দরূদ শরীফ পাঠ করা। এই হাদীসে পাক থেকে জানা গেলো যে, দরূদ শরীফ উত্তম নেকী, কেননা সমস্ত নেকীর দ্বারা জান্নাত লাভ হয় এবং দরূদে পাক পাঠ করার দ্বারা জান্নাতের দুলহা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে পাওয়া যায়। **(মিরআতুল মানাজীহ, ২/১০০)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগির, ৮১ পৃ:, হাদিস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে

দেয়। বয়ান শ্রবণ করার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন নিয়্যত করুন!

★ ইলমে দ্বীন শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ★ আদব সহকারে বসবো ★ দো'জানো হয়ে বসবো ★ বয়ানের মাঝখানে অলসতা করা থেকে বেঁচে থাকবো ★ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ★ যা কিছু শুনবো অপরের নিকট পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ একটি অনন্য, অদ্ভুত এবং ঈমান উদ্দীপক বিষয় নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। আশা করি যে, এই বিষয়ের নাম শুনেই আশিকদের হৃদয় খুশিতে আন্দোলিত হয়ে উঠবে, আত্মা খুশি হবে এবং ঈমান সতেজ হয়ে যাবে। বিষয়টি ঐআজিমুশশান এবং উন্নততম নেয়ামতের সাথে সম্পর্কিত যে, একজন সত্যিকারের আশিকে রাসূল সারা জীবন এই নেয়ামতের আশা করে, এর জন্য ছটফট করে, এর জন্য প্রার্থনা করে এবং আল্লাহ পাকের রহমতের আশা নিয়ে এই নেয়ামত পাওয়ার জন্য অপেক্ষায় থাকে। বিষয়টি কি? একটু হৃদয়ে হাত রেখে শুনুন! আমাদের আজকের বিষয় হলো: **জান্নাতে প্রিয় নবীর প্রতিবেশীত্ব।**

কেমন ঈমান উদ্দীপক (*Faith-Inspiring Topic*) বিষয়...!!

এটি আশিকানে রাসূলের আকাঙ্ক্ষা যে, আল্লাহ পাকের রহমত এবং আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়তের মাধ্যমে اِنْ شَآءَ الله জান্নাত তো পাওয়া যাবে, কিন্তু আহ! জান্নাতে দয়ালূ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

এর প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্যও যেনো নসীব হয়ে যায়। আমরা আমাদের এই আকাঙ্ক্ষাকে পূরণের জন্য, এই মহান নেয়ামতের অধিকারী হওয়ার জন্য কী করতে পারি? এর জন্য আজ আমরা ঐ নেক আমলের কথা শুনবো, যার মাধ্যমে জান্নাতে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশীত্ব অর্জনের সুসংবাদ শুনানো হয়েছে। সর্বপ্রথম আসুন! একটি ঈমান উদ্দীপক হাদীসে পাক শুনি:

আমাকে জান্নাতে আপনার প্রতিবেশী বানিয়ে নিন!

হযরত রাবিয়া আসলামী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হলেন রাসূলের সাহাবী এবং তিনি আসহাবে সূফফার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খাদিম ছিলেন, সফর ও অবস্থানে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে থাকার সৌভাগ্য লাভ করতেন। তিনি বলেন: আমি প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মোস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হুজরা শরীফে নিকটেই রাত কাটাতাম (যাতে ওযু করার জন্য পানি বা মিসওয়াক ইত্যাদি কোন কিছুর প্রয়োজন হলে তবে তা দিতে পারি), প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র অভ্যাস ছিল যে, রাতের বেলায় যখন জাগ্রত হতেন, তখন পড়তেন: سُبْحٰنَ اللهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْن، سُبْحٰنَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ। **(নাসায়ী, ২৮২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৬১৫)**

একবারের ঘটনা হলো, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঘুম থেকে জেগে উঠলেন, তখন আমি ওযুর জন্য পানি এবং মিসওয়াক নিয়ে উপস্থিত হলাম। (আমার এই খেদমত দেখে দয়ার সাগরে জোয়ার এলো, দাতাদের দাতা নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়ার দরজা খুলে) ইরশাদ করলেন: হে রাবিয়া! চাও! আমি আরয করলাম: اَسْاَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ অর্থাৎ ইয়া

www.dawateislami.net

রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি জান্নাতে আপনার প্রতিবেশীত্ব প্রার্থনা করছি। **(মুসলিম, ১৮৪, হাদীস: ৪৮৯)**

চাওয়ার ক্ষেত্রে তো হযরত রাবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সবকিছুই চেয়ে নিয়েছিলেন, কিন্তু আমার প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো দানশীলতার প্রতীক। তাঁর দানের শানই অনন্য।

হযরত রাবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ যখন জান্নাতে নবীর প্রতিবেশীত্ব প্রার্থনা করেছিলেন, তখন নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: اَوَ غَيْرَ ذٰلِكَ অর্থাৎ আর কিছু কি চাও? আরয করলেন: هُوَ ذَاكَ অর্থাৎ এটিই কাম্য।

(মুসলিম, ১৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৮৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত রাবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এটাই চাওয়া যে, জান্নাতে আপনার প্রতিবেশীত্ব যেনো নসীব হয়ে যায়। এতে নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: فَاَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُود অর্থাৎ নিজের উপর অধিকহারে সিজদা করে আমাকে সাহায্য কর। **(মুসলিম, ১৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৮৯)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সর্বাধিক ক্ষমতাশীল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঈমান উদ্দীপক ঘটনাটি থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। যেমন একটি বিষয় শিখতে পারলাম যে, আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হলেন পরিপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী, তাঁকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে যে, যাকে ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা দান করতে পারেন। এ কারণেই তো নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত রাবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে সাধারণভাবে (অর্থাৎ কোন ধরনের শর্ত ছাড়া)

ইরশাদ করলেন: سَلْ অর্থাৎ চাও! কি চাওয়ার আছে? (অর্থাৎ হে রাবিয়া! কোন বাধা নেই ✯আমার নিকট দুনিয়া চাও ✯ আখিরাত চাও ✯ ধন-সম্পদ চাও ✯ দীর্ঘ জীবন চাও ✯ সুখ-শান্তি চাও ✯ সম্মান ও মর্যাদা চাও ✯ জান্নাত চাও ✯আল্লাহ পাকের নৈকট্য চাও, যাই চাইবে, পাবে)। নিঃসন্দেহে এমন উন্মুক্ত প্রস্তাব (***Offer***) তিনিই দিতে পারেন, যার নিকট পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে আর আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত রাবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে যখন এই প্রস্তাব দিলেন, তখন এই বিষয়টি প্রমাণ করে যে, আল্লাহ পাক তাঁকে সর্বময় ক্ষমতা প্রদান করেছেন যে, যা ইচ্ছা,যাকে ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা দান করতে পারেন।

প্রিয় নবীর দরবারে কি চাওয়া যাবে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত রাবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ঘটনাটির মাধ্যমে দ্বিতীয় এই বিষয়টি শিখলাম যে, প্রিয় নবীর দরবারে চাওয়ার ক্ষেত্রে লজ্জা, সংকোচ (***Hesitation***) করা উচিত নয়, এটি দুনিয়ার বাদশাহ এবং বড় ধনীদের নিকট হয়ে থাকে যে, যেখানে চাইতেও ভাবতে হয়, চাইতেও ভয় লাগে যে, কিছু চাইলাম, তা কি দিতে পারবে নাকি পারবে না, অমুক জিনিস চাইলে রেগে (***Angry***) যাবে না তো।

প্রিয় নবীর দরবার হলো সব চেয়ে বড় দানশীল দরবার। এখানে কিছু চাইতে গেলে সংকোচ করতে হয় না, লজ্জা পেতে হয় না, এই ভয় হয় না যে, ঐ জিনিস চাইলে পাবো কিনা, বরং

দেখুন! হযরত রাবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ চেয়েছিলেন, বিনা সংকোচে চেয়েছিলেন এবং কী কী চেয়েছিলেন? ঈমানের উপর মৃত্যু (কেননা যার মৃত্যু ঈমানের উপর হয়নি, সে জান্নাতে যেতেই পারবে না), নেকী করার

তৌফিক চাইলেন (কেননা জান্নাতে প্রবেশাধিকার আল্লাহ পাকের রহমতেই অর্জিত হয়, কিন্তু সেখানে উচ্চ মর্যাদা নেক আমলের ভিত্তিতে অর্জিত হয়), কিয়ামতের দিনে আমলের গ্রহণযোগ্যতা চাইলেন (কারণ যার আমল গ্রহণযোগ্য হবে না, প্রত্যাখ্যান করা হবে, সে জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা কীভাবে পাবে), এরপর জান্নাতে খুবই উচ্চ মর্যাদাও চাইলেন এবং নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এসব কিছু তাঁর সাহাবী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে প্রদান করে দিলেন। এ থেকে জানতে পারলাম যে, আমরাও নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট ঈমান, সম্পদ, সন্তান, সম্মান, জান্নাত সবকিছু চাইতে পারি, এই চাওয়া হল সাহাবীদের সুন্নাত। **(মিরআতুল মানাজীহ, ২/৮৪)**

চাওয়ার ক্ষেত্রে বিচক্ষণ হওয়া চাই

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা প্রিয় নবীর দরবার থেকে যা ইচ্ছা চাইতে পারি এবং নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের তা দানও করে থাকেন কিন্তু বিচক্ষণতা এটাই যে, চাওয়ারও একটি ধরন রয়েছে, মানুষকে চাইতেও জানতে হবে। নিঃসন্দেহে আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট দ্বীন ও দুনিয়ার সমস্ত কল্যাণ চাইতে পারি কিন্তু আপনি নিজেই ভাবুন, মদীনায় হাজির হয়েছেন, সোনালী জালির সামনে দাঁড়িয়ে আছেন এবং ছোট খাটো কিছু চাইলেন, ভালো লাগবে? দরবার যখন বড় তখন বড় কিছু চাও, দেখুন! হযরত রাবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কী মহান নেয়ামত চেয়েছিলেন; আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! জান্নাতে আপনার প্রতিবেশীত্ব প্রার্থনা করি।

প্রিয় নবীর প্রতিবেশীত্ব প্রার্থনা করুন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে দ্বীন ও দুনিয়ার সকল কল্যাণ আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকাতেই পেয়ে থাকি, ভবিষ্যতেও যা কিছু পাবো, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকাতেই পাবো, তবে আমাদের উচিত যে, অন্তরে শুধুমাত্র একটিই আকাঙ্ক্ষা রাখুন: জান্নাতে আমি নবীর প্রতিবেশী হতে চাই। এর চেয়ে কম কোনো কিছুতেই সমঝোতা (***Compromise***) করা উচিত নয়।আমরা সাহাবায়ে কিরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ থেকে এই শিক্ষাই পেয়ে থাকি। একবার প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত উম্মে আম্মারা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর পুত্রকে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করছিলেন: আল্লাহ পাক তোমার পরিবারের (***Family***) সকলের উপর বরকত অবতীর্ণ করুন! তোমার মায়ের মর্যাদা অমুকের চেয়ে উত্তম, তোমার সৎ পিতার মর্যাদা অমুকের চেয়ে উত্তম, তোমার মর্যাদা অমুকের চেয়ে উত্তম। হযরত উম্মে আম্মারা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا যখন এই বিষয়টি শুনলেন, তখন আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাদের জন্য দোয়া করুন যেন জান্নাতে আপনার প্রতিবেশীত্ব নসীব হয়ে যায়। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দোয়া করলেন: اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُمْ رفقائِي فِي الْجَنَّةِ অর্থাৎ হে আল্লাহ পাক! তাদেরকে জান্নাতে আমার সঙ্গী বানিয়ে দাও। প্রিয় নবীর এই দোয়া শুনে হযরত উম্মে আম্মারা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا উচ্ছ্বাসে বললেন: مَا اُبَالِیْ مَا اَصَابَنِیْ مِنَ الدُّنْیَا এখন আমি দুনিয়ায় কী পেলাম, তাতে আমার কিছুই আসে যায় না। **(কিতাবুল মাগাযী, ১/২৩৮)**

www.dawateislami.net

হুযুর চাওয়ার অনুভুতিও দিয়ে থাকেন

একবার একজন আরবী প্রিয় নবীর দরবারে উপস্থিত হলো, দয়ার সাগর যা সবসময় জোশে থাকেন, ঐ সময়ও জোশে ছিলো, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: سَلْ مَا شِئْتَ يَا اَعْرَابِيُّ! হে আরবী! যা চাও চেয়ে নাও।

সাহাবায়ে কিরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ বলেন: আমাদের তার সৌভাগ্যের প্রতি ঈর্ষা হচ্ছিলো (যে, কত বড় প্রস্তাব হয়ে গেলো), আমরা ভাবছিলাম যে, এখন সে জান্নাত চেয়ে নিবে। কিন্তু সেই আরবী আরয করলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার বাহন (যেমন; উট বা ঘোড়া ইত্যাদি) চাই। ইরশাদ করলেন: তোমাকে বাহন দেওয়া হলো আর কী চাও? আরবী আরয করলো: বাহনের মালামাল (যেমন; উটের হাওদা ইত্যাদি) প্রদান করুন! ইরশাদ করলেন: তাও দিলাম আর কিছু চাও ....!! আরয করলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! পাথেয়ও (***Luggage***) (অর্থাৎ সফরের মালামাল) প্রদান করুন!

সাহাবায়ে কিরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ বলেন: আমরা এই আরবীর প্রতি বিস্মিত হচ্ছিলাম (যে, এগুলো কী চাচ্ছে! যাক!) আরবী যা কিছু চাইলো, তা সবই তাকে দেওয়া হলো। এবার প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আরবীর চাওয়া এবং বনী ইসরাঈলের বৃদ্ধার চাওয়ার মধ্যে কত পার্থক্য (***Difference***)! অতঃপর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বনী ইসরাঈলের বৃদ্ধার ঘটনা বর্ণনা করলেন: (যার সারাংশ হলো যে,) যখন হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام বনী ইসরাঈলকে নিয়ে মিসর থেকে চলে যাচ্ছিলেন, তখন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে নির্দেশ এলো: হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام এর দেহ মুবারককেও তাঁদের সঙ্গে নিয়ে নিন!

(হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার পর শতাব্দী অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁকে নীল নদীর মাঝখানে দাফন করা হয়েছিলো, অতএব এত শত বছর পর কেউ জানতো না যে, হযরত ইউসূফ عَلَيْهِ السَّلَام কে কোথায় দাফন করা হয়েছিলো, শুধু একজন বৃদ্ধা ঐ জায়গা সম্পর্কে জানতো), হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام ঐ বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি কি জানেন হযরত ইউসূফ عَلَيْهِ السَّلَام এর কবর কোন জায়গায়? বললো: জি হ্যাঁ! বললেন: আমাকে বলো! বৃদ্ধা বললো: আল্লাহর শপথ! যতক্ষণ আপনি আমার চাহিদা পূরণ করবেন না, ততক্ষণ আমি কিছু বলবো না। হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: চান! কী চাওয়ার আছে, আপনাকে দেয়া হবে। বৃদ্ধা বুদ্ধিমতি ছিলো, বললো: আমি আপনার সাথে জান্নাতে প্রতিবেশী (***Neighborhood***) হতে চাই।

হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: শুধু জান্নাত চেয়ে নিন! বৃদ্ধা বললো: না.....!! আল্লাহর শপথ! আমি এর কমে একদমই সন্তুষ্ট নই, আমি শুধু জান্নাত চাই না, বরং জান্নাতে আপনার প্রতিবেশীত্বই চাই। হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام তাঁকে আরো বুঝালেন, কিন্তু তিনি তার দাবীতে দৃঢ় ছিলেন, তখন আল্লাহ পাক হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام কে অহী প্রেরণ করলেন এবং ইরশাদ করলেন: হে মূসা! তোমার ক্ষতি কী....!!, যা চাইছে তাই দিয়ে দিন!! অতএব হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام তার চাওয়া পূরণ করলেন এবং হযরত ইউসূফ عَلَيْهِ السَّلَام এর পবিত্র দেহ নিয়ে যাত্রা করলেন।

(মাকারিমুল আখলাক, ৩/২৬৪, হাদীস: ৭৩১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটাই হচ্ছে চাওয়ার পদ্ধতি! বৃদ্ধার চিন্তা দেখুন! খেদমত কতটুকু আর প্রার্থনা কতটুকু করছে...! এই বর্ণনা থেকে আমরা দুটি বিষয় শিক্ষা পাই: (১) একটি বিষয় তো ঐ সাহাবী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ

www.dawateislami.net

এর আমল থেকে শিখলাম, তিনি সাহাবী ছিলেন, তিনি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট দুনিয়াবী জিনিস চেয়েছিলেন এবং নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তা প্রত্যাখ্যান করেননি। এ থেকে জানা গেলো;দুনিয়ার ছোট ছোট চাহিদা হোক, প্রয়োজনীয়তা হোক, আমরা তাও প্রিয় নবীর দরবার থেকে চাইতে পারি, এতে কোন দোষ নেই। (২) দ্বিতীয় বিষয়টি জানতে পারলাম যে, আমাদের প্রিয় নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمও চান যে, আমরা জান্নাতে তাঁর প্রতিবেশীত্ব প্রার্থনা করি। দেখুন! ঐ আরবী সাহাবী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ যা কিছু চেয়েছিলেন, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তা তাঁকে দিয়ে দিয়েছেন কিন্তু পাশাপাশি বনী ইসরাঈলের বৃদ্ধার ঘটনা বর্ণনা করে এই উৎসাহও দিলেন যে, যখন কিছু চাইবে, তখন তাই চাও, যা বনী ইসরাঈলের বৃদ্ধা চেয়েছিলো, বরং একটি বর্ণনায় নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَعَجَزْتُمْ اَنْ تَكُوْنُوْا مِثْلَ عَجُوْزِ بَنِیْ اِسْرَائِیْل অর্থাৎ তোমরা কি এটা করতে পারছো না যে, যেনো বনী ইসরাঈলের বৃদ্ধার মতো হয়ে যাও! **(সহীহ ইবনে হাব্বান, ৩০৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭২৩)**

অর্থাৎ যেভাবে বনী ইসরাঈলের বৃদ্ধা জান্নাতে তাঁর নবী হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর প্রতিবেশীত্ব চেয়েছিলেন, তেমনিই যখন চাওয়ার সুযোগ হবে, তখন তোমরাও জান্নাতে আপন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশীত্ব প্রার্থনা করো!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবীর প্রতিবেশী বানানোর আমল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: জান্নাতে প্রিয় নবীর প্রতিবেশী হওয়া কেবল ইচ্ছাতেই

যথেষ্ট নয়, বান্দার উচিত যে, এর জন্য মাধ্যমও গ্রহণ করা, অর্থাৎ উত্তম নেকী ও ইবাদত করার মাধ্যমে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য লাভ করা। **(লামআতুত তানকীহ, ৩/৩১, ৮৯৬নং হাদীসের পাদটীকা)** হযরত রাবিয়াহ আসলামী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ঘটনার প্রতি গভীর মনোযোগ দিন! তিনি জান্নাতে প্রিয় নবীর প্রতিবেশীত্ব প্রার্থনা করেছিলেন, তখন রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে অধিক হারে সিজদা করার শিক্ষা দিয়েছিলেন।

(১) অধিক হারে সিজদা করা

এ থেকে জানা গেলো যে, অধিক হারে সিজদা করা জান্নাতে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশিত্ব প্রদানকারী আমল।

سُبْحٰنَ الله! কতো সহজ আমল, অধিক হারে সিজদা করা, আমরা প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায (ফরয, সুন্নাত ও নফল ইত্যাদি সহ সম্পূর্ণ) আদায় করলে তবে ৪৮ রাকাত হয়, প্রত্যেক রাকাতে ২টি করে সিজদা, মোট ৯৬টি সিজদা হয়ে গেলো, সাথে তাহাজ্জুদের বেশি নয় তো ২ রাকাত যোগ করে নিন! তাহলে ১০০টি সিজদা হয়ে গেলো, ইশরাক চাশতের কমপক্ষে আরো ৪ রাকাত যোগ করুন! ১০৮টি সিজদা হয়ে গেলো, ৬ রাকাত আওয়াবীনের নফল যোগ করে নিন! মোট ১২০টি সিজদা হয়ে গেলো, ২ রাকাত সালাতুত তওবা পড়ুন! দিনে কোন এক ওয়াক্তে তাহিয়্যাতুল ওযু পড়ে নিন! তাহিয়্যাতুল মসজিদেরও ২ রাকাত নফল পড়ে নিন! এবার মোট সিজদা ১৩২টি হয়ে গেলো, কুরআনে করীমে ১৪টি সিজদার আয়াত রয়েছে, এই ১৪টি আয়াত পড়ে ১৪টি সিজদা করি, তবে আমাদের সকল ইচ্ছা পূরণ হবে, দ্বীন ও দুনিয়ার সকল চাহিদা পূরণ হওয়ার অনন্য অযিফা। **(রদ্দুল মুহতার, ২/৭১৯)** আনুমানিক ১০ থেকে ১২ মিনিট

লাগে, সিজদার আয়াত পড়ে ১৪টি সিজদা করে নিন! এভাবে মোট ১৪৬টি সিজদা হয়ে গেলো, যা আমরা একদিনে খুব সহজেই করতে পারি।

কত সহজ কাজ! যদি আমরা সিজদা করার এই অভ্যাসটি গড়ে নিই, তাহলে এর দ্বারা কী পাবো? আল্লাহ পাকের নৈকট্য এবং জান্নাতে আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশীত্ব!! سُبْحٰنَ الله!

(২) কন্যা সন্তানের লালন পালন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জান্নাতে প্রিয় নবীর প্রতিবেশীত্ব প্রদানকারী দ্বিতীয় আমল হলো: কন্যাদের ভালোভাবে লালন পালন করা। হযরত আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যার তিনটি কন্যা আছে এবং সে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ পাককে ভয় করে এবং তাদের লালন পালন করে, তবে সে জান্নাতে আমার সাথে এভাবে থাকবে। এই কথা ইরশাদ করার সময় নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর চারটি আঙুলের দিকে ইশারা করেন। **(মুসনদে ইমাম আহমদ, ৫/৪৩৯, হাদীস: ১২৯২৯)** আরেকটি বর্ণনায় দুই কন্যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে; যে দুটি কন্যার লালন পালন করলো, আমি এবং সে জান্নাতে এভাবে থাকবো। অতঃপর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর দুটি আঙুল মোবারক মিলিয়ে ইশারা করলেন।

(মাওসুআতু ইমাম লিইবনে আবিদ দুনিয়া, ৮/৩৮, হাদীস: ১১৫)

মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সাধারণত পুত্রদের সাথে দুনিয়াবী আশা আকাঙ্ক্ষা সম্পৃক্ত থাকে যে, তারা যুবক হয়ে আমাদের সেবা করবে, আমাদের উপার্জন করে খাওয়াবে, কন্যাদের ব্যাপারে এমন আশা থাকে না, তাই কন্যাদের লালন পালন করা ও এতে

ধৈর্য ধারণ করা সাওয়াবের কাজ। মেয়ে বোন হোক বা কন্যা। **(মিরআতুল মানাজীহ, ৬/৫৬৪)** আরেক স্থানে বলেন: আনন্দের সাথে দুই কন্যাকে লালন পালন করা, যদিও নিজের মেয়ে বা বোন হোক বা এতিম মেয়ে, কিয়ামতের দিন প্রিয় নবীর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম হবে। আর যে ব্যক্তি সেদিন হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নৈকট্য লাভ করবে, সে সবকিছু পেয়ে যাবে।

কন্যা সন্তান মূলত জান্নাতের টিকেট

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সন্তান বড় নেয়ামত, আল্লাহ পাক মেয়ে দান করলেন, এটাও তাঁর দান, ছেলে দান করলেন তবে এটাও তাঁরই দান। তাই সন্তানদের উত্তম লালন পালনের মানসিকতা বানান, বিশেষ করে মেয়ে হলে তো তার লালন পালন অধিক আগ্রহ সহকারে করুন! সাধারণত মানুষ ছেলেদেরকে বার্ধক্যের সহায় মনে করে, এটি একটি ভালো আশা। তবে ছেলে বড় হয়ে এবং পিতার সহায় হবে কিনা...! এটা ভাগ্যের বিষয় আর মেয়ে তো, মনে করুন যে, যেনো জান্নাতের টিকেট। আমরা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি কামনা করে, ভালো নিয়ত সহকারে, আনন্দের সাথে যদি মেয়ের উত্তম লালন পালন করি, তাহলে اِنْ شَآءَ الله জান্নাতে প্রিয় নবীর প্রতিবেশীত্ব পাওয়ার অধিকারী হয়ে যাবো।

(৩) এতিমদের লালন পালন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জান্নাতে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশীত্ব প্রদানকারী তৃতীয় আমল হলো: এতিমের লালন পালন করা। জান্নাত বন্টনকারী আক্বা, মাহবুবে খোদা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

যে তিনজন এতিমের ভরণপোষণ করলো, সে রাতের বেলা ইবাদতকারী, দিনের বেলা রোযাদার এবং সকাল ও সন্ধ্যা আল্লাহ পাকের পথে জিহাদকারীর ন্যায়, আমি এবং সে জান্নাতে এভাবেএকসঙ্গে থাকব, যেমনটি এই দুটি আঙ্গুল, অতঃপর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শাহাদাত ও মধ্যমা আঙুল একসঙ্গে মেলালেন। **(ইবনে মাজাহ, ৫৯৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৬৮০)**

বুখারী শরীফের হাদীসে পাকে শুধু একজন এতিমের লালন পালনেও এই সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। তবে! এই বর্ণনায় সামান্য পার্থক্য এটা রয়েছে যে, যখন নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর শাহাদাত ও মধ্যম আঙুল দিয়ে ইশারা করেছিলেন, তখন উভয় আঙুলের মাঝে কিছুটা দূরত্ব রেখেছিলেন। **(বুখারী, ১৩৬১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৩০৪)**

سُبْحٰنَ الله! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কেমন শান!! এতিম শিশুদের লালন পালন করুন! তাদের দেখাশোনা করুন! اِنْ شَآءَ الله জান্নাতে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশীত্ব নসীব হবে। যদি আমরা একটু মনযোগ দিই তাহলে আমাদের খান্দানে, দুরের ও কাছের আত্মীয়-স্বজন, পাড়া মহল্লায় এতিম শিশু সাধারণত থাকেই, তাদের মধ্যে কোন একজন বা আল্লাহ পাক যাদের সামর্থ্য দিয়েছে তারা ২, ৪, ১০ জন শিশুর ব্যয়ভার (***Expense***) নিজের দায়িত্বে নিয়ে নিন! মাসিক খরচ (***Monthly Expense***), জুতা কাপড়, ঈদের সময় কিছু শপিং ইত্যাদি করে দিতে থাকুন! اِنْ شَآءَ الله রুজিতে বরকতও হবে, সাওয়াব লাভ হবে এবং আল্লাহ পাক যদি চান তবে জান্নাতে প্রিয় নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী হওয়ার হকদারও হয়ে যাবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমীরে আহলে সুন্নাত মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه হলেন উম্মতের কল্যাণকামী, তিনি এতিম,

মিসকিনদের খুবই ভালোবাসেন, তাদের সাথে সদাচরণ করতে থাকেন। আল্লাহ পাকের দয়ায় দাওয়াতে ইসলামী "মাদানী হোম" নামে এতিম খানাও বানাচ্ছে। এই মাদানী হোমে এতিমদের লালন পালন করা হবে, তাদের উত্তম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে এবং তাদের জন্য ভালো কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করা হবে। আপনিও এই নেক কাজে দাওয়াতে ইসলামীকে সহযোগিতা করুন! আল্লাহ পাক যতটুকু সামর্থ্য এবং তাওফিক দিয়েছেন, সেই অনুযায়ী ২, ৪, ১০, ১০০, ২০০ এতিম শিশুর মাসিক খরচ নিজের দায়িত্বে নিয়ে নিন! আপনার দেওয়া অর্থের মাধ্যমে এতিমদের ভরণপোষণ হতে থাকবে, اِنْ شَآءَ الله আপনিও সাওয়াব পেতে থাকবেন।

(৪) বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জান্নাতে রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশীত্ব প্রদানকারী একটি নেক আমল হলো বড়দের সম্মান করা এবং ছোটদের প্রতি মমতা। যেমনটি নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে উপদেশ স্বরূপ ইরশাদ করেন: হে আনাস! বড়দের সম্মান এবং ছোটদের স্নেহ করো,এভাবে তুমি জান্নাতে আমার সঙ্গ পেয়ে যাবে।

(শুয়াবুল ঈমান, ৭/৪৫৮, হাদীস: ১০৯৮১)

কাকে সম্মান করা জরুরী?

বড়দের সম্মান ও শ্রদ্ধা করা মুক্তি ও জান্নাতে সর্বশেষ নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য পাওয়ার মাধ্যম। তাই আমাদের উচিত যে, যারা জ্ঞান, বয়স, পদবী এবং ক্ষমতায় আমাদের চেয়ে বড়, তাদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা আর আমাদের বড়দের মধ্যে বাবা-মা,

চাচা-জেঠা, খালা, মামা, বড় ভাই-বোন, অন্যান্য আত্মীয়স্বজন, শিক্ষক, পীর ও মুর্শিদ, ওলামা ও মাশায়িক ইত্যাদি সবাই অন্তর্ভুক্ত আর যারা বয়স ও মর্যাদায় ছোট, তাদের প্রতি দয়া ও ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করা।

সম্মান কিভাবে করে?

সামাজিক জীবনে (**Social Life**) আমাদের বড়দের সাথে মেলামেশা হয়ে থাকেই, তাই জরুরী যে, আমরা সব ক্ষেত্রে তাদের সম্মান ও শ্রদ্ধার প্রতি খেয়াল রাখবো, একবার প্রিয় নবীর দরবারে হযরত মুহাইয়িসা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর উপস্থিতিতে হযরত আবদুর রহমান বিন সাহাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ (যিনি বয়সে ছোট ছিলেন) কথা বলার চেষ্টা করলেন তখন রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে বড়দের আদব শিক্ষা দিতে গিয়ে ইরশাদ করেন: বড়কে কথা বলতে দাও। **(বুখারী, ৮১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩১৭৩)**

سُبْحٰنَ الله! এটি আদবের শিক্ষা যে, যখন বড়রা কথা বলবে, তখন ছোটদের চুপ থাকা উচিত। অনুরূপভাবে আমাদের উচিত যে, সব ক্ষেত্রে বড়দের সম্মান করা। যেমন: ✯ খাবার খাওয়ার সময় তাদের আগে খাওয়া শুরু না করা। ✯ মজলিশে তাদের আগে কথা না বলা। ✯ তাদের সামনে না হাঁটা। ✯ তাদের নাম ধরে না ডাকা, বরং আদব সহকারে সম্বোধন করা। ✯ তাদের সামনে কণ্ঠস্বর উঁচু না করা। ✯ তাদের মতামতকে সম্মান করা ✯ তাদের পরামর্শকে গুরুত্ব সহকারে নেয়া, মোট কথা সব ক্ষেত্রে বড়দেরকে বড়ই ভাবুন, সর্বদা তাদেরকে অগ্রগামী (অর্থাৎ আগে আগে) রাখুন।

(৫) সুন্নাতের উপর আমল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জান্নাতে প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশীত্ব প্রদানকারী একটি নেক আমল হলো প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের উপর আমল করা। হাদীসে পাকে রয়েছে: রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে ইরশাদ করেন: বৎস! যদি সম্ভব হয়, তাহলে তোমার সকাল ও সন্ধ্যা এমনভাবে কাটাও যাতে তোমার হৃদয়ে কারো প্রতি বিদ্বেষ না থাকে। অতঃপর তিনি ইরশাদ করেন: ذٰلِكَ مِنْ سُنَّتِيْ এটাই আমার সুন্নাত, وَمَنْ اَحْيَا سُنَّتِيْ فَقَدْ اَحَبَّنِيْ، وَمَنْ اَحَبَّنِيْ كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ অর্থাৎ যে আমার সুন্নাতকে ভালোবাসলো, সে আমাকে ভালোবাসলো আর যে আমাকে ভালোবাসলো, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে। **(মিশকাতুল মাসাবীহ, ১/৫৫, হাদীস: ১৭৫)**

হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "তোমার হৃদয়ে কারো প্রতি বিদ্বেষ না থাকে" এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন: অর্থাৎ মুসলমান ভাইয়ের প্রতি দুনিয়াবী ব্যাপারে মন পরিষ্কার থাকা, হৃদয় বিদ্বেষ থেকে মুক্ত থাকা, তখনই এতে মদীনার আলো আসবে। ঝাপসা আয়না ও কলুষিত হৃদয় সম্মানের যোগ্য নয়।

তিনি আরও বলেন: যেভাবে আমলের ক্ষেত্রে সুন্নাতের অনুসরণ করা সাওয়াবের উপলক্ষ্য হয়, তেমনি হৃদয়কে পরিষ্কার রাখা, উত্তম চরিত্র হওয়াও সুন্নাত। যার মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র নৈকট্য লাভ হবে। আফসোস যে, অধিকাংশ লোক এখানেই পিছলে যায়। সুন্নাতের অনুসরণের দাবী করে কিন্তু হৃদয় বিদ্বেষে ভরা থাকে। আল্লাহ পাক আমাদের এই সুন্নাতের উপর আমল করার তৌফিক দান করো।

(মিরআতুল মানাজীহ, ১/১৭২) আল্লাহ পাক আমাদের সুন্নাতের অনুসরণ করা ও সুন্নাত প্রচারের তৌফিক দান করো। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১২টি দ্বীনি কাজের একটি দ্বীনি কাজ: তাফসীর শোনা শুনানোর হালকা

হে আশিকানে রাসূল! অন্তরে রাসূলের ভালোবাসা বাড়াতে, সুন্নাতের ওপর চলতে এবং নেক নামাযী হওয়ার জন্য আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত (***Linkup***) হয়ে যান! ১২টি দ্বীনি কাজেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিন! اِنْ شَآءَ الله দ্বীন ও দুনিয়ার অসংখ্য বরকত লাভ হবে। ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি কাজ হলো: তাফসীর শোনা ও শোনানোর হালকা, যাতে কুরআন শরীফের ৩টি আয়াত ✯ এর অনুবাদ এবং (খাযাইনুল ইরফান বা সীরাতুল জীনান) তাফসীর শোনা, শোনানো হয়ে থাকে। ✯ ফয়যানে সুন্নাত থেকে দরস হয়ে থাকে, ✯ শাজারাহ শরীফ পড়া হয়, ✯ দোয়া হয় ✯ এবং শেষে ইশরাক ও চাশতের নফল নামাযও আদায় করা হয়। ✯ আপনারাও এই দ্বীনি কাজে অংশ নিন! اِنْ شَآءَ الله অনেক বরকত লাভ হবে ✯ হাদীসে পাক অনুযায়ী যে ব্যক্তি সকালে মসজিদে নেকী শেখার জন্য যায়, তাকে ওমরার সাওয়াব দেওয়া হয়। **(মুসতাদরাক, ১/২৮১, হাদীস: ৩১৭)** ✯ সকালের সময় নেকীর কাজে অতিবাহিত হয়ে, তাহলে বরকত অর্জিত হবে ✯ সারা দিন ভালো কাটবে, ✯ সকাল সকাল ইলমে দ্বীন শেখার সুযোগ নসীব হবে। ✯ শাজারাহ শরীফের মাধ্যমে নেককার বান্দাদের

আলোচনা হবে, ✯ তাদের ভালোবাসা হৃদয়ে গেঁথে যাবে। ✯ আউলিয়ায়ে কিরামের রূহানী দৃষ্টি লাভ হবে, ✯ ঈমান সতেজ হবে। ✯ তাঁদের ওসিলায় করা দোয়া اِنْ شَآءَ الله কবুল হবে। ✯ একটি বড় বরকত হলো যে, ফজরের নামায থেকে ইশরাকের নামায পর্যন্ত মসজিদে অবস্থান করা রাসূলের সুন্নাত, এতে আমলেরসৌভাগ্য নসীব হয়ে যাবে। ✯হাদীসে পাক অনুযায়ী যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের পর আল্লাহ পাকের যিকির করতে থাকে, অতঃপর ইশরাক, চাশতের নফল নামায পড়বে, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। **(শুয়াবুল ঈমান, ৩/৪২০, হাদীস: ৩৯৫৭)**

মীমাংসার মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! মীমাংসা করার মাদানী ফুল শুনার সৌভাগ্য লাভ করি। ✯ মুসলমানদের মাঝে সমঝোতা তথা মীমাংসা করা আল্লাহ পাকের সুন্নাত। **(মীমাংসা করার মাদানী ফুল, পৃষ্ঠা ৩১)** ✯ হাদীসে পাকে রয়েছে: সৃষ্টির মধ্যে সমঝোতা করে দাও, কারণ আল্লাহ পাকও কিয়ামত দিবসে মুসলমানদের মাঝে সমঝোতা করাবেন। **(মুস্তাদরাক, ৫/৭৯৫, হাদীস: ৮৭৫৮)** ✯ মুসলমানদের মাঝে ভালোবাসা সৃষ্টি করা এবং সমঝোতা করানো প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরও সুন্নাত। **(সিরাতুল জিনান, ২/১৯)** ✯ সুতরাং আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আউস ও খাযরায দুই গোত্রের মাঝে সমঝোতা করিয়েছিলেন। **(দুররে মনসুর, সূরা আলে ইমরান, ১০০ নং আয়াতের পাদটীকা, ২/২৭৯)** ✯ মিথ্যা বলে দুজন পুরুষ বা পুরুষ ও মহিলার মাঝে সমঝোতা করানো জায়িয। **(জাহান্নাম মে লে জানে ওয়ালে আমাল, ২/২১৩)** ✯ সুতরাং হাদীসে পাকে রয়েছে: মিথ্যা কখনো সঠিক নয়, তবে তিনটি স্থান ব্যতীত: (১) স্বামীর স্বীয় স্ত্রীকে সন্তুষ্টি করার জন্য (মিথ্যা) বলা, (২) যুদ্ধে মিথ্যা বলা এবং (৩) মানুষের

মাঝে সমঝোতা করার জন্য মিথ্যা বলা। **(তিরমিযী, হাদীস১৯৪৫, ৩/৩৭৭)** ✯তিনটি অবস্থায় মিথ্যা বলা জায়িয অর্থাৎ এতে গুনাহ নেই: (১) যখন জালেম জুলুম করতে চায় তার জুলুম থেকে বাঁচার জন্যও মিথ্যা বলা জায়িয। (২) দুইজন মুসলমানের মধ্যে মতবিরোধ হলে তাদের উভয়ের মাঝে সমঝোতা করতে চাইলো যেমন; একজনের সামনে এটা বলা যে, সে তোমাকে ভালো মনে করে, তোমার প্রশংসা করে বা সে তোমাকে সালাম দিয়েছে এবং অপর জনের সামনে গিয়েও এরকম কথাবার্তা বলা যাতে উভয়ের মধ্যে শত্রুতা কমে যায়। (৩) (স্বামী তার) স্ত্রীকে খুশি করার জন্য কোন কথা বলা যা সত্য নয়। **(বাহারে শরীয়ত, ১৬/৫১৭)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ঘোষণা

মীমাংসার অবশিষ্ট মাদানী ফুল তরবিয়তী হালকায় বলা হবে, সুতরাং সেগুলোর জানার জন্য তরবিয়তি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক**।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার সিডিউল ১২ ডিসেম্বর ২০২৪ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শিখা: ৫ মিনিট (২) দোয়া মুখস্ত করানো ৫ মিনিট, (৩) যাচাই: ৫ মিনিট, সর্বমোট ১৫ মিনিট

মীমাংসার অবশিষ্ট মাদানী ফুল

যে ব্যক্তি মানুষের মাঝে সমঝোতা করে দিবে আল্লাহ পাক তাকে প্রত্যেক বাক্যের বিনিময়ে একজন গোলাম আযাদ করার সাওয়াব দান করবেন এবং তার পূর্বের ও পরের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, নাম্বার ৩, ৯/৩২১)** ✯ সবচেয়ে উত্তম আমল হলো মানুষের মাঝে মীমাংসা করিয়ে দেয়া। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব ৩/৩২১, হাদীস: ৬)** ✯ উত্তম চরিত্র ও উত্তম আমলের মধ্যে মানুষের মাঝে সমঝোতা করিয়ে দেয়াও অন্তর্ভূক্ত। **(ইহইয়াউল উলুম, ২/১২৬৬)** নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মুসলমানদের মাঝে সমঝোতা করিয়ে দেয়া জায়িয কিন্তু ঐ সমঝোতা (জায়িয নয়) যা হারামকে হালাল করে দেয় বা হালালকে হারাম করে দেয়। **(আবু দাউদ, ৩/৪২৫, হাদীস: ৩৫৯৪)** যেমন; স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এভাবে সমঝোতা করা যে, স্বামী ঐ নারীর সতিন (তার দ্বিতীয় স্ত্রীর) কাছে যাবে না অথবা মুসলিম ঋণগ্রস্ত এই পরিমাণ মদ ও সুদ তার অমুসলিম ঋণদাতাকে দিয়ে দিবে। প্রথম অবস্থায় হালালকে হারাম করা হয়েছে, দ্বিতীয় অবস্থায় হারামকে হালাল করা হয়েছে, এ ধরনের মীমাংসা করানো হারাম যা ভঙ্গ করা ওয়াজিব।

(মিরআতুল মানাজীহ, ৪/৩০৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

★ তেল লাগানোর সময়কার দোয়া

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার শিডিউল অনুযায়ী তেল লাগানোর সময়কার দোয়া মুখস্ত করানো হবে। দোয়াটি হলো:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ: আল্লাহ পাকের নামে আরম্ভ করছি যিনি পরম দয়ালু ও করুণাময়। **(মাদানী পাঞ্জেসূরা, পৃষ্ঠা ১৯৪)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম।

(জামিউস সগীর লিস সুয়ূতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।
২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকের** হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।
৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।

৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।

৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।

৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয়নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।

৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।

৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (৴) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا কি পাঠ করেছি?

৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে কি উঁকি দিয়েছি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ ছিলাম কি?

৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কি بِسْمِ الله পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

✯ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ✯ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ✯ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে **আল্লাহ!** যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net